بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجبيل

إدارة التعليم

منهج السيرة النبوية

باللغة البنغالية (للمستوى الثالث)

সীরাতে নববী

লেভেল-৩

জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার
পোঃ বক্স নং ১৫৮০, জুবাইল-৩১৯৫১ সঊদী আরব।
ফোনঃ ৩৬২৫৫০০ এক্সঃ ১০১১, ১০১২, ১০১৪।

প্রাসঙ্গিক কথা

তাফসীরের প্রকারভেদঃ

তাফসীরের প্রকারভেদ সমূহ কয়েকভাগে বিভক্ত:

প্রথমঃ বিধানের দিক থেকে তাফসীরকে নিম্ন লিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১) তাফসীর বিল মা'ছূর বা বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর।

২) তাফসীর বির্ রায় বা বিবেক প্রসূত তাফসীর। এটি দু'ভাগে বিভক্ত:

ক) প্রশংসিত বিবেক প্রসূত তাফসীর।

খ) নিন্দনীয় বিবেক প্রসূত তাফসীর।

দ্বিতীয়ঃ তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাস্সির যে সকল বিষয় প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার প্রতি গুরূ ত্বারোপ করেছেন সে দিক থেকে তাফসীর কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১) ফিকহের বিধান সম্বলিত তাফসীর সমূহ।

২) বালাগাত তথা ভাষার অলংকারের দিকে গুরূ ত্বপ্রদানকারী তাফসীর সমূহ।

৩) ব্যাকরণের প্রতি গুরূ ত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ।

৪) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গুরূ ত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ।

৫) ইশারা-ইঙ্গিতের দিকে গুরূ ত্বপ্রদানকারী তাফসীর সমূহ।

৬) সাহিত্য ও সামাজিকতার প্রতি গুরূ ত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ।

তাফসীর বিল মা'ছূর বা বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরঃ

সংজ্ঞাঃ

যে তাফসীরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছ এবং ছাহাবায়ে কেরামের বাণীর উপর ভিত্তি করা হয়েছে, এবং কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় দলীল বিহীন গবেষণার আশ্রয় নেয়া হয়নি- তাকেই বলা হয় তাফসীর বিল মা'ছূর।

এর ফযীলত ও মর্যাদাঃ

এটা হল সবচাইতে উত্তম ও উঁচু মানের তাফসীর। কেননা তাতে কুরআনের তাফসীর আল্লাহ্র কালাম (কুরআন) দিয়ে করা হয়- যিনি হচ্ছেন তার অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। অথবা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ দিয়ে করা হয়- যিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র বাণীর উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী। অথবা ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা করা হয়- যাঁরা কুরআনের অবতরণ আবলোকন করেছেন, আর তাঁরাই হলেন এভাষার অধিকারী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ এবং ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি যেন বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়।

তাফসীর বিল মা'ছূর বর্ণনায় দূর্বলতার কারণ সমূহঃ

১. মাযহাবী গোঁড়ামী। বাতিল ফির্কা সমূহ যখন প্রকাশ লাভ করল- যেমন বাতেনী ফির্কা, রাফেযী ফির্কা, যিন্দীকের দল- তখন তারা বিভিন্ন হাদীছ তৈরী (জাল) করে। এমনিভাবে তাফসীরে জাল হাদীছ তৈরী করে ইসলামের শত্রু রা- যারা ছদ্মরূপে ইসলামে প্রবেশ করে এবং মুসলামনদের মধ্যে বাতিল, কুফুর, শির্ক ও কুসংস্কার প্রসারে আত্মনিয়োগ করে।

২. তাফসীরের মধ্যে ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অনুপ্রবেশ।

৩. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদগুলোকে উঠিয়ে দেয়া। ফলে ছহীহ্‌র সাথে যঈফ ও জাল হাদীছের মিশ্রন ঘটে যায় এবং তা পার্থক্য করাও অনেক সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে।

এ তাফসীরের প্রকারভেদঃ

১. যার ছহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যাবে, সে তাফসীর গ্রহণ করা যাবে। যেমনঃ হাদীছ ছহীহ্ হওয়া, বিশুদ্ধ সনদে ছাহাবীদের উক্তি প্রমাণিত হওয়া।

২. যা ছহীহ্ নয়। অর্থাৎ হাদীছ যঈফ বা জাল প্রমাণিত হবে বা ছাহাবীদের উক্তির সনদ যঈফ বা জাল হবে। এ সময় উহা গ্রহণীয় হবে না এবং তা বর্ণনা করাও জায়েয হবে না।

বিধানঃ

তাফসীর বিল মা'ছূর গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হলে তা পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। তবে পূর্বসূরীদের থেকে এ তাফসীরের ক্ষেত্রে যে সকল বিভিন্নতা বর্ণিত হয়েছে তা মূলতঃ শাব্দিক, মৌলিক কোন বিভিন্নতা বা বিরোধ নয়।

তাফসীর বিল মা'ছূরের উৎসঃ

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ।

৩. ছাবায়ে কেরামের উক্তি ও তাফসীর।

৪. তাবেঈদের উক্তি ও তাফসীর।

তাফসীর বিল মা'ছূরে লিখিত তাফসীর সমূহঃ

তাফসীরের নাম	গ্রন্থকারের নামঃ
১. জামেউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন	ইবনু জারীর ত্বাবারী
২. তাফসীর ল কুরআনুল আযীম	ইবনু আবী হাতেম
৩. মাআ'লেমুত্ তানযীল	হুসাইন বিন মাসঊদ আল বাগাভী

৪. তাফসীর ল কুরআনুল আযীম	ইবনু কাছীর
৫. আদ্ দুর্‌র ল মানছূর ফিত্ তাফসীর বিল মা'ছূর	জালালুদ্দীন সুয়ূতী
৬. তানভীর ল মিক্‌ইয়াছ ফি তাফসীরে ইবনে আব্বাস	সংগ্রহ: মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব ফিরোজাবাদী
৭. আল মেহ্‌ওয়ার ল ওয়াজীয ফি তাফসরিল কিতাবিল আযীয	ইবনু আ'ত্বীয়্যাহ্
৮. ফাতহুল ক্বাদীর	শওকানী
৯. আল জাওয়াহিরিল হিসান ফি তাফসীরিল কুরআন	ছা'আলাবী
১০. বাহর ল উলূম	আবুল্লাইছ সামারকান্দী
১১. তাফসীর	ইবনু উয়াইনা
১২. তাফসীর	ইবনু আবী শায়বা

প্রশ্নমালা:

১. তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাস্‌সির যে সকল বিষয় প্রাধান্য দিয়েছেন সে দিক থেকে তাফসীর কয়েক ভাগে বিভক্ত। তা উল্লেখ কর।
২. তাফসীর বিল মা'ছূর কাকে বলে? এর ফযীলত কি?
৩. তাফসীর বিল মা'ছূর বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণ কি?
৪. তাফসীর বিল মা'ছূরের প্রকারভেদ উল্লেখ করে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা কর।
৫. তাফসীর বিল মা'ছূরে লিখিত তিনটি তাফসীর লেখকের নাম সহ উল্লেখ কর।

তাফসীর বির্ রায়:

সংজ্ঞা:

অর্থ বর্ণনায় মুফাস্‌সীর নিজস্ব জ্ঞান এবং মতের উপর ভিত্তি করে যে তাফসীর করে তাকে বলা হয় তাফসীর বির্ রায়।

প্রকারভেদ:

১. প্রশংসিত বিবেক প্রসূত তাফসীর। যদি তা গবেষণা ও শরীয়ত সম্মত জ্ঞানের পরিধীর ভিতরে হয়, এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে কোন হাদীছ বা ছাহবীদের উক্তি না পায়।
২. নিন্দনীয় বিবেক প্রসূত তাফসীর। যে তাফসীরে ইজতেহাদের শর্ত সমূহ পাওয়া যায় না বা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক না হয়, বরং সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেক প্রসূত- ইজতেহাদ ও হাদীছের বিপরীত হয়।

বিধান:

এ তাফসীরের ক্ষেত্রে বিদ্যানদের মধ্যে দুটি মত পাওয়া যায়।

১. এরকম তাফসীর নিষিদ্ধ। তাদের দলীল হল:

ক) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

অর্থ: "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়িও না।" (সূরা বানী ইসরাঈল- ৩৬)

খ) আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয়ে মিথ্যারোপ করে চল, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (সূরা বাক্বারা- ১৬৯)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, বিনা এলেমে আল্লাহ্র উপর কোন কথা বলা হারাম। আর বিবেক প্রসূত তাফসীর হল বিনা এলেমে আল্লাহ্র উপর কথা বলার অন্তর্গত। সুতরাং নিজের মত প্রকাশ করে দৃঢ় হওয়া সম্ভব নয় যে এটাই আল্লাহ্ উদ্দেশ্য করেছেন।

গ) আল্লাহ্ বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ: "আমি আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে মানুষের জন্য যা নাযিল করা হয়েছে তা আপনি বর্ণনা করে দেন।" (সূরা নাহাল- ৪৪)

এ আয়াত একথা স্পষ্ট করছে যে, বর্ণনা করা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর জন্যই বিশেষিত, অন্য কারো জন্য নয়।

ঘ) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)

অর্থ: "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের রায় থেকে কথা বলবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ)

ঙ) আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)

অর্থ: "কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলে যদি কেউ সঠিক কথা বলে তবুও সে ভুল করে।" (নাসাঈ ও আবূ দাঊদ)

চ) আবু বকর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা কুরআন থেকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন: কোন আকাশ আমাকে ছায়া দান করবে? কোন যমীন আমাকে বহণ করবে- যদি আমি কুরআন সম্পর্কে এমন কথা বলি যা আমি জানি না?

ছ) ইবনু ওমার (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: আমি মদীনার ফিকাহবীদদেরকে দেখেছি তাঁরা নিজের পক্ষ থেকে তাফসীর করাকে খারাপ মনে করতেন।

এছাড়া সালাফে ছালেহীন থেকে আরো অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় দল: যারা তাফসীর বির্ রায়কে জায়েয মনে করেন, তারা নিম্ন লিখিত দলীল সমূহ পেশ করেন:

ক) আল্লাহ্ বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

অর্থ: "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা মেরে দেয়া হয়েছে?" (সূরা মুহাম্মাদ- ২৪)

খ) আল্লাহ্ আরো বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থ: "তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না? উহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অনেক মতপার্থক্য পেত।" (নিসা- ৮২)

গ) আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেন:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ

অর্থ: "আমি আপনার নিকট বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে তার আয়াত সমূহ নিয়ে তারা গবেষণা করে।" (সূরা ছা-দ: ২৯)

এই আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা তথা গবেষণা করার জন্য বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর তার অর্থ না জেনে তা নিয়ে গবেষণা করা মোটেও সম্ভব নয়। আর অর্থ অনুধাবন করা মানুষের বিবেকের সীমার ভিতরেই।

ঘ) আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ: "যদি তারা উহাকে রাসূল কিংবা তাদের কোন দায়িত্বশীলের নিকট উপস্থাপিত করে তবে তাদের মধ্যে যারা তত্ত্বানুসন্ধানী তারা বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখে থাকে।" (সূরা নিসা- ৮৩)

এ আয়াতটিও প্রমাণ করে কুরআনের তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণা করার কথা।

ঙ) ইবনু আব্বাস (রা:)এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দুআ:

(**اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل**) (رواه أحمد و ابن أبي شيبة وابن سعد والحاكم والطبراني في الكبير).

অর্থ: "হে আল্লাহ্ তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর এবং তা'বীল তথা কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দান কর।" (আহমাদ, ইবনু আবী শায়বাহ্, ইবনু সা'দ, হাকেম ও ত্বাবরাণী কাবীর গ্রন্থে।)

বিদ্যানগণ বলেন: তাফসীর যদি শুধু শ্রবণ করা এবং হাদীছ থেকে বর্ণনা করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবে ইবনু আব্বাসের জন্য বিশেষ ভাবে এই দু'আ করার কোন দরকারই ছিল না। আর এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআনের তাফসীর ও গবেষণা করা জায়েয।

চ) শরীয়তের ঐকমত্য দলীল হল চারটি: কুরআন, সুন্নাহ্, ইজতেহাদ বা গবেষণা এবং ক্বিয়াস। যদি তাফসীর বির্ রায় নিষিদ্ধ হত তবে একথা বলাও আবশ্যক ছিল যে, ইজতেহাদও নিষিদ্ধ।

ছ) ছাহাবায়ে কেরাম (রা:) কোন কোন আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের উপর মতভেদ করেছেন। যদি তাদের সব কথাই রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে নেয়া হত তবে তাতে কোন প্রকার মতভেদ হওয়ার কথা ছিল না। একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাফসীরের ক্ষেত্রে গবেষণার আশ্রয় নিতেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত:

বিদ্যানগণ উল্লেখিত দু'টি মতকেই আলাদা আলাদা ভাবে নিয়েছেন। যারা জায়েযের পক্ষে বলেছেন তাদের উদ্দেশ্য হল 'প্রশংসিত বিবেক প্রসূত' তাফসীর। যেই মুফাস্সিরের মধ্যে তাফসীর করার শর্তাবলী পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে এবং উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে কোন হাদীছ পাওয়া যাবে না।

আর যারা হারাম বলেছেন তাদের উদ্দেশ্য হল নিন্দনীয় বিবেক প্রসূত তাফসীর। অর্থাৎ যে তাফসীর হাদীছ থাকা সত্বেও করা হয়েছে বা তাফসীরকারকের মধ্যে তাফসীর করার শর্তাবলী অনুপস্থিত রয়েছে।

আর হারামের পক্ষে দলীল সমূহের জবাব হল: আল্লাহ্র বাণী: (ولا تقف.....) এবং তাঁর বাণী: (و أن تقولوا.....) এ দ্বারা دلالة قطعية (দৃঢ় ভাবে অর্থ বর্ণনা করা) হবে অথবা دلالة ظنية (ধারণা মূলক অর্থ বর্ণনা) হবে। যদি دلالة قطعية (দৃঢ় ভাবে অর্থ বর্ণনা করা) সম্ভব না হয় তবে, دلالة ظنية (ধারণা মূলক অর্থ বর্ণনা) উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ- আয়াতের একটি প্রাধান্যযোগ্য অর্থ বয়ান করা। আর এরূপ করলে বিনা এলেমে আল্লাহ্র উপর মিথারোপের অন্তর্গত হবে না। কারণ এখানে قطعي দৃঢ় উক্তির সাথে কোন বিরোধ হচ্ছে না।

আর আল্লাহ্র এই বাণী: (وأنزلنا إليك الذكر....) এ আয়াতের জবাব হল যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তো প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেন নি। যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা তো আমাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যার বর্ণনা তিনি করেন নি তা তো গবেষণার দরজাকেই উম্মুক্ত করছে।

রয়ে গেল ইবনু আব্বাসের হাদীছ। হাদীছটিকে ইমাম আহমাদ ও আবু যুরআ' (র:) যঈফ বলেছেন। আ যদি তা ছহীহ্ ধরেও নেয়া হয় তবে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই মুফাস্সির যে গায়েব এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিপ্ত থাকে, অথবা এ ধমক সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কুরআনের তাফসীর করে। অথবা তার মধ্যে তাফসীর করার শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকবে।

আর ছাহাবী তাবেঈনদের বাণীগুলো সতর্কতা ও পরহেজগারীতার উপর ভিত্তি করা হবে যাতে করে কোন ভুলে পতিত না হয়। এ কথাটাও ধরা হবে ঐ ক্ষেত্রে যেখানে তাদের সামনে সঠিক অর্থ সুস্পষ্ট হয় নি। অথবা সেই মুফাস্সিরের ক্ষেত্রে যার মধ্যে তাফসীর করার শর্তাবলী পূর্ণ না হবে।

তাফসীর বির্ রায়ের কতিপয় গ্রন্থাবলী:

	তাফসীরের নাম	গ্রন্থকারের নাম
১	তাফসীর্ কাবীর বা মাফাতীহুল গায়ব	ফখর্ দ্দীন রাযী
২	আল বাহর্ ল মুহীত্ব	ইবনু হায়্যান
৩	আল্ কাশ্শাফ	যামাখশারী
৪	মাদারেকুত্ তানযীল ওয়া হাক্বায়েকুত্ তা'বীল	নাসাফী
৫	লুবাবুত্ তা'বীল ফি মাআনিত্ তানযীল	খাযেন
৬	আনওয়ার্ ত্ তানযীল ওয়া আসরার্ ত্ তা'বীল	বায়যাভী
৭	তাফসীর্ ল জালালাইন	জালালুদ্দীন মুহাল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী
৮	আল জামে' লি আহকামিল কুরআন	কুরতুবী
৯	র্ হুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাবঈল মাছানী	আলুসী
১০	এরশাদুল আক্বলিস্ সালীম ইলা মাযায়্যাল্ কিতাবিল কারীম	আবু মাসঊদ

প্রশ্নমালা:

১) তাফসীর বির্ রায় কাকে বলে? তার প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
২) তাফসীর বির্ রায়ের ক্ষেত্রে আলেমগণ দু'ভাগে বিভক্ত। তাদের মতগুলো দলীলসহ উল্লেখ করে কোনটি প্রাধান্যযোগ্য মত উল্লেখ কর।
৩) তাফসীর বির্ রায়ের তিনটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে গুরুত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ

সংজ্ঞা:

যে গ্রন্থে তাফসীরবিদ বিভিন্ন বিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রকাশের প্রচেষ্টা করে থাকে এবং কুরআনের শাব্দিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে করে।

এধরণের তাফসীর করার কারণ:

তাঁরা বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআন সবধরণের বিদ্যাকে শামিল করে নাযিল হয়েছে।

বিধান:

এধরণের তাফসীরের ব্যাপারে ওলামাদের দু'টি মত রয়েছে:

প্রথম মত: এধরণের তাফসীরকে সমর্থনকারী ও তার প্রতি আহবানকারী। তাদের দলীল:

ক) সে সমস্ত আয়াত যা কুরআন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করার নির্দেশ প্রদান করে এবং সে দিকে আহ্বান জানায়।

খ) ঐ দলীল সমূহ যা প্রমাণ করে যে, কুরআন সব ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বেষ্টনকারী ও শামিলকারী। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ: "কিতাব তথা কুরআনে আমি কোন কিছু (বর্ণনা করতে/লিখতে) ছাড়িনি।" (সূরা আনআম- ৩৮)

রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ستكون فتن، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم.... الحديث) (رواه الترمذي)

অর্থ: "অচিরেই অনেক ফেতনা দেখা দিবে। প্রশ্ন হল: তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপাই কি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন)। তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ রয়েছে এবং তোমাদের পরবর্তীদের খবর রয়েছে....।" (তিরমিযী)

দ্বিতীয় মত: আলেমদের দ্বিতীয় দল যারা এধরণের তাফসীরকে সমর্থন করেন না। তারা বলেন: কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষকে হেদায়াত করার জন্য। কুরআনে যে সকল বৈজ্ঞানিক কথা আছে সে গুলোর উদ্দেশ্য হল উপদেশ ও তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা। সেগুলোই মূল উদ্দেশ্য নয়।

প্রথম মতের পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহের জবাব:

ক) কুরআনের চিন্তাভাবনা ও গবেষণার প্রতি আহ্বান একথা আবশ্যক করে না যে, বিজ্ঞানের সকল তথ্য Theory ও মৌলিক বিষয় কুরআনে মওজুদ রয়েছে।

খ) কুরআন সবধরণের বিদ্যাকে শামিল করে নাযিল হয়েছে এ কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করার মধ্যেও প্রশ্ন আছে। কেননা তার তাফসীরের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, কুরআন সব ধরণের বিজ্ঞানকে শামিল করে নি।

গ) তাছাড়া ভাষাগত দিক থেকেও একথা খুবই বিবেক বর্জিত ব্যাপার যে, কুরআনের শব্দ সমূহের এমন সব মৌলিকতা ও ভাবার্থ রয়েছে যা সালাফ তথা পূর্বসূরীরা বুঝতে পারেন নি, আর তা বুঝতে পেরেছে পরবর্তী লোকেরা?

ঘ) বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের দিক থেকেও এটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা ভাষার অলংকার হল ব্যক্তিকে এমনভাবে সম্বোধন করা যা সে বুঝতে পারে। এটা কি ভাবা যায় যে আরবগণ এমনভাবে সম্ভোধিত হল যা তারা বুঝতেই পারে নি? এতে তো কুরআনের অলংকারের প্রতি প্রশ্ন এসে যায়।

ঙ) আক্বীদাহ্ তথা বিশ্বাসগত দিক থেকেও এটি একটি খারাপ কথা। কেননা বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও মূলনীতি কুরআন থেকে প্রমাণ করা কুরআনের প্রতি সন্দেহের দরজা উম্মুক্ত করবে। কেননা বৈজ্ঞানিক অনেক তথ্য Theory সময়ের ব্যবধানে ভুল এবং বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য কথাঃ

বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীরের ক্ষেত্রে মুল কথা হলঃ আল্লাহ্র কিতাবে বিজ্ঞানের মূলনীতি থাকা নিষেধ নয়। বরং নিষেধ হল বিজ্ঞানের সব ধরণের তথ্য নিশ্চয়তা ছাড়াই কুরআনে প্রবেশ করানো বা খুঁজে বেড়ানো। কেননা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ভুল ও বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লিখিত তাফসীরের গ্রন্থ সমূহঃ

এ বিষয়ে ত্বনত্বাবী জওহারী লিখেছেন "আল জাওয়াহের ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারীম"। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করা ঠিক নয়। কেননা তাফসীর করার শর্ত ও মুফাস্সির হওয়ার শর্তাবলী তাতে মোটেই নেই। এই কারণেই ওলামাদের পক্ষ থেকে এগ্রন্থ কোন গ্রহণ যোগ্যতা পায়নি। তবে কোন কোন বিষয়ে এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্নমালাঃ

১) যে তাফসীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিককে গুরূ ত্ব দেয় তার সংজ্ঞা লিখ।

২) বিজ্ঞান ভিত্তিক কুরআনের তাফসীর করার বিধান উল্লেখ করে প্রাধান্যযোগ্য মত কোনটি বর্ণনা কর।

৩) বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর। তার উপর কি ভিত্তি করা চলে?

ইশারা-ইঙ্গিতের প্রতি গুরুত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ

সংজ্ঞা:

প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত গোপন ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা করা, যা কুরআনে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধনকারী ও চিন্তাভাবনাকারীগণ বুঝতে পারেন। অবশ্য এতে কুরআনের শব্দ সমূহের বাহ্যিক তাফসীরকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয় না।

বিধান:

এর প্রকারের দিকে লক্ষ্য করে এর বিধান বিভিন্ন ধরণের।

১) গ্রহনযোগ্য তাফসীর- যার মধ্যে নিম্নি লিখিত চারটি শর্ত পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে:
   ক) আয়াতের অর্থের বিপরীত হবে না।
   খ) নিজস্বভাবে অর্থ বিশুদ্ধ হবে।
   গ) আয়াতের শব্দে উক্ত তাফসীরের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
   ঘ) উক্ত তাফসীর এবং আয়াতের অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
   যখন এচারটি শর্ত পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তখন তা ইস্তেম্বাত তথা গবেষণার মাধ্যমে নতুন কিছু উদ্ভাবনের অন্তর্ভূক্ত হবে। আয়াতের তাফসীর হিসেবে গণ্য হবে না।

২) প্রত্যাখ্যাত তাফসীর- যার মধ্যে উল্লেখিত শর্ত সমূহ অনুপস্থিত থাকবে। যেমন উহা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হবে বা আরবী ভাষার বিপরীত হবে বা শরীয়তের অপরাপর উক্তির সাথে সংঘর্ষশীল হবে।
   এধরণের তাফসীর থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। তার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত নয়। এধরণের তাফসীরের প্রতি ছুফীগণ তাদের বই পুস্তকে বেশী ঝুকে থাকে।

এক্ষেত্রে তাফসীরের উদাহারণ:

ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: ওমর (রা:) মাজলিসে শুরার বৈঠকে আমাকে বদরে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক ছাহাবীদের সাথে বসাতেন। এতে তাঁদের কেউ কেউ বিষয়টি ভাল চোখে দেখতেন না। বলতেন, এ বালক কেন আমাদের সাথে? এর মত ছেলে তো আমাদেরও আছে? তখন ওমর (রা:) বললেন, একে তো আপনারা ভালভাবেই জানেন। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন: তারপর একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের সাথে বসালেন। আমি মনে করলাম তিনি আমাকে এজন্যই ডেকেছেন যে, তাদের সামনে আমার যোগ্যতা দেখাবেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে কি বলেন: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ? তাঁদের কেউ বললেন, এর অর্থ হল: আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার- যখন আমাদিগকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে। অন্যরা চুপ থাকলেন, কিছুই বললেন না। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইবনে আব্বাস! তুমিও কি একথা বলছো?

আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তবে তোমার কথা কি? আমি বললাম, এখানে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আয়ুস্কাল শেষ হওয়ার কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে- যেকথা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে জানিয়ে বলেছেন: "যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে।" এটা আপনার আয়ু ফুরিয়ে আসার আলামত। তাই "আপনি প্রশংসার সাথে আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা পাঠ কর ন, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" তখন ওমর (রা:) বললেন: তুমি যা বললে এর অন্যথা এ আয়াত সম্পর্কে আমিও জানি না। (বুখারী)
ইবনু আব্বাস (রা:)এর এই সুক্ষ্ম উদ্ভাবন ও তথ্যে কোনই ত্র টি নেই। উহা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথেও সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে এর সত্যতাও প্রমাণিত, যা শরীয়তের অন্য কোন উক্তির সাথে সংঘর্ষশীল নয়। তাই ইবনু আব্বাসের এই তাফসীর গ্রহণযোগ্য।

গ্রন্থাবলী:

	তাফসীরের নাম	গ্রন্থকারের নাম:
১	তাফসীর ল কুরআনিল আযীম	সাহাল বিন আবদুল্লাহ্ তাস্তারী ছুফী
২	আ'রায়েসুল বায়ান ফি হাক্বায়েকুল কুরআন	আবু মুহাম্মাদ শীরাযী
৩	তাফসীর	এটি ছুফী, যিনদীক ও কাফের ইবনু আরাবীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়।
৪	হাক্বায়েকুত্ তাফসীর	ছুফী আবু আবদুর রহমান সুলামী

প্রশ্নমালা:

১) যে সমস্ত তাফসীর ইশারা-ইঙ্গিতের প্রতি গুর ত্বারোপ করে তার সংজ্ঞা লিখ?
২) তাফসীরে ইশারীর বিধান বিস্তারিতভাবে লিখ?
৩) তাফসীরে ইশারী গ্রহণ করার শর্ত সমূহ উল্লেখ কর?
৪) গ্রহণযোগ্য তাফসীরে ইশারীর একটি উদাহারণ দাও?
৫) তাফসীরে ইশারীর প্রতি গুর ত্বারোপকারী দু'টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর?

সাহিত্য ও সামাজিকতার প্রতি গুরুত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ

সংজ্ঞা:
যে সব তাফসীর সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যা সমূহ উল্লেখ করে কুরআনে কারীমের আলোকে সাহিত্যিক ভঙ্গিতে তার সমাধান পেশ করে থাকে।

এসব তাফসীরের উদাহারণ:

১) তাফসীর ল কুরআনিল হাকীম। লেখক: মাহমূদ রশীদ রেযা। এটি 'তাফসীর ল মানার' নামে পরিচিত।
২) ফি যেলালুল কুরআন। লেখক: সাইয়েদ কুতুব। কিন্তু এ তাফসীরে আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত বড় বড় ত্র টি রয়েছে। তাই উহা পাঠ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা জর র রী।

ফিকহী বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপকারী তাফসীর সমূহ:

সংজ্ঞা:
ঐ সমস্ত তাফসীর যাতে শুধু আহকাম তথা বিধান সম্বলিত আয়াত গুলোর তাফসীর ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয়।

সূচনা:

যখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু বরণ করলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদা উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তখন এমন কিছ নতুন সমস্যা উদ্ভুত হল যা ইতিপূর্বে হয়নি। তখন পবিত্র কুরআন ছিল তাঁদের আশ্রয় স্থল যা থেকে তাঁরা নতুন সমস্যার সামাধানের জন্য মাসআলা গবেষণা করে উদ্ভাবন করতেন। আর খুব কমই তাঁরা মতভেদ করতেন। যেমন: তাঁরা মতভেদ করেছেন এই মাসআলায়- গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত কি হবে? সন্তান প্রসব? না চার মাস দশ দিন? না দু'টি সময়ের মধ্যে দূরবর্তী সময়টি? কেননা আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হল নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।" (সূরা বাক্বারা- ২৩৪)
আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থ: "গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত ।" (সূরা ত্বলাক- ৪)
এ অবস্থাগুলো কম হওয়া সত্বেও তা ছিল বিধান সম্বলিত আয়াতগুলো বুঝার ব্যাপারে ফেকহী মতবিরোধের শুরু ।

যখন চার ইমামে যুগ এল, তখন প্রত্যেক ইমাম নির্দিষ্ট মূলনীতি তৈরী করলেন নিজের মাযহাবের পক্ষে গবেষণার ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করার জন্য। এভাবে সময় যত গড়াতে থাকে তত নতুন নতুন ঘটনার উদ্ভব হয়, যার সমাধানের জন্য ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ বাড়তে থাকে, বিভিন্ন আয়াত বুঝার ব্যাপারে প্রত্যেকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে। তবে সে সময় কোন গোঁড়ামী বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না। বরং ইজতেহাদের ভিত্তিতে প্রত্যেক ফিকাহবীদ যা হক্ব মনে করতেন তাই বর্ণনা করতেন ও আঁকড়ে ধরতেন।

এভাবেই সবকিছু চলছিল। এরপর এল তাক্বলীদ ও মাযহাবী গোঁড়ামীর যুগ। তখন মুক্বাল্লেদগণ তাদের ইমামের মাযহাবকে ব্যাখ্যা ও বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন- যদিও তা কুরআনের আয়াতের অগ্রহণযোগ্য বা দূরবর্তী অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করে হোক না কেন। কারো মধ্যে এই গোঁড়ামী চরম আকারের ছিল কারো মধ্যে কম ছিল।

ফিকাহ্ ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ সমূহঃ

	তাফসীরের নামঃ	গ্রন্থকারের নামঃ
১	আহকামুল কুরআন	জাছ্ছাছ
২	আহকামুল কুরআন	কায়া হারাসী
৩	আহকামুল কুরআন	ইবনুল আরাবী
৪	আল জামে' লি আহকামুল কুরআন	কুরতুবী
৫	আত্ তাফসীরাতিল্ আহমাদিয়্যাহ্ ফি বায়ানিল আয়াতিশ্ শারঈয়্যাহ্	মোল্লা জিউন
৬	আল আকলীল ফি ইস্তেম্বাতিত্ তানযীল	সুয়ূতী
৭	তাফসীর আয়াতীল আহকাম	শাইখ মুহাম্মাদ সায়েস
৮	তাফসীর আয়াতীল আহকাম	শাইখ মান্নাউ'ল কাত্বান
৯	আয্উয়াউল বায়ান	শাইখ মুহাম্মাদ শানক্বীতী

প্রশ্নমালাঃ

১) তাফসীর ফেকহী বলতে কি বুঝায়?
২) কিভাবে তাফসীরে ফেকহীর উৎপত্তি হয় সংক্ষেপে লিখ?
৩) ফিকাহ্ ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ থেকে তিনটি গ্রন্থের নাম লিখ।
৪) সাহিত্য ও সমাজের প্রতি গুরু ত্বারোপকারী তাফসীর কাকে বলে?

বিদআতীদের তাফসীর সমূহঃ

নোট: বিদআতীদের বিভিন্ন দলের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমরা আক্বীদার পাঠ্যে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ॥

প্রথমতঃ ছূফী মতবাদঃ

সংজ্ঞাঃ

ছূফী মতবাদের অনুসারীদেরকে صوف (ছূফ) শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে ছূফী বলা হয়। কেননা তারা সাধারণভাবে ছূফ তথা উলের পোশাক পরিধান করত।

ছূফী মতবাদের তাফসীরঃ

ইহা দু'প্রকারের:

১) তথ্য ও দর্শনগত তাফসীর। এতে ছূফীদের দর্শন ও যুক্তির উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াতের তাফসীর করা হয়। আর এধরণের তাফসীরে বিভ্রান্তি এবং পথভ্রষ্টতা ছাড়া অন্য কিছু নেই। এগুলো পাঠ করা নাজায়েয।

২) ইশারা-ইঙ্গিতের তাফসীর। এধরণের তাফসীর আয়াত থেকে ইস্তেম্বাত তথা গবেষণা করে মাসআলা উদ্ভাবনের অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে কিছু বিষয় আছে গ্রহণীয় আর কিছু বর্জনীয়।

গ্রন্থাবলীঃ

তাফসীর ল কুরআনুল আযীম। লেখক: সাহাল বিন আবদুল্লাহ্ তাসতারী।

দ্বিতীয়তঃ মু'তাযেলা মতবাদঃ

সংজ্ঞাঃ

তারা হল 'ওয়াছেল বিন আত্বা' এর অনুসারী। সে হাসান বাছরী (রা:) এর মজলিস পরিত্যাগ করেছিল। তাদের মূল আক্বীদাহ্ হল- কাবীরা গুনাহ্কারী দু'স্থানের (ঈমান এবং কুফুরীর) মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। তওবা ছাড়া মৃত্যু বরণ করলে সে চিরকাল জাহান্নামী হবে।

মু'তাযেলা মতবাদের তাফসীরঃ

আল্ কাশ্শাফ আ'ন হাক্বায়েকুত্ তানযীল ওয়া উ'য়ূনুল আক্বাবীল ফি ওজুহুত্ তা'বীল। লেখক: মাহমূদ বিন ওমার আয্ যামাখশারী। (দু:খ জনক কথা যে, এ তাফসীরটি আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী মাদ্রাসা সমূহে সিলেবাস ভুক্ত।)

তৃতীয়তঃ শীয়া ও রাফেযাঃ

পরিচয়ঃ

তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ সমূহের মধ্যে একটি হল: আলী (রা:) খলীফা হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও নির্ধারিত। তাই তিনিই খেলাফতের হক্বদার ছিলেন। আবু বরক, ওমর ও ঊছমান (রা:) তাঁর উপর যুলুম করেছিলেন। (নাঊযুবিল্লাহ্) তাদের আরো বিশ্বাস হল নবী পরিবার থেকে বার জন ইমাম হবে। (তারা বিশ্বাস করে যে সুন্নীদের নিকট যে কুরআন আছে তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। তাদের মতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পর নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া সকল ছাহাবী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।)

শিয়াদের তাফসীরঃ

আল ছাফী ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারীম। লেখক: মুহসেন আল কাশী।

চতুর্থতঃ খাওয়ারেজঃ

পরিচয়ঃ

এর প্রথমে আলী (রা:) এর দলভূক্ত ছিল। তারপর তারা তাঁর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাঁকে কাফের বলে এবং যারা তাঁর সাথে ছিল বা সমর্থন করে তাদেরকেও কাফের বলে। আলী (রা:) এর সাথে শত্রু তা তাদের আক্বীদার অন্তর্ভূক্ত মনে করে। এই কারণে তারা তাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধও করেছে। তারা বিভিন্ন মতবাদ ও দলে বিভক্ত। (বর্তমানে তারা আম্মানে ইবাযিয়্যাহ্ নামে পরিচিত।)

খারেজীদের তাফসীরঃ

হিমইয়ান আয্ যাদ ইলা দারিল্ মাআ'দ। লেখক: মুহাম্মাদ বিন ইউসফি আত্বফীশ।

পঞ্চমতঃ বাতেনী মতবাদঃ

পরিচয়ঃ

তারা শিয়াদেরই একটি প্রকার। তাদেরকে বাতেনী বলার কারণ হল: তাদের আ'ক্বীদাহ্ হল, প্রত্যেক জিনিসের যাহের (প্রকাশ্য দিক) ও বাতেন (গোপনীয় দিক) রয়েছে। যাহেরের উদাহারণ খোসার মত আর বাতেনের উদাহরণ মগজের মত। কুরআন এবং ইসল মের বাণীকে পরিবর্তন ও ধ্বংস করা তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

বাতেনীদের তাফসীরঃ

তাফসীরের ক্ষেত্রে আলাদা কোন তাফসীর তাদের নেই। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাদের মুরব্বীদের কিছু কিছু উক্তি আছে যা তারা পরস্পর বর্ণনা করে থাকে।

প্রশ্নমালাঃ

১) ছূফী মতবাদের পরিচয় দাও। তাদের তাফসীর গ্রন্থ কি কি উল্লেখ কর এবং তাদের নিকট তাফসীর কত প্রকার?

২) মুতাযেলা কারা? তাদের একটি তাফসীরের কিতাবের নাম উল্লেখ কর।

৩) শিয়াদের পরিচয় লিখ। তাদের তাফসীরের একটি কিতাবের নাম উল্লেখ কর।

সূরা কুরায়শঃ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ۝٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ
هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ۝٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ۝٤

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে, ২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রম্মকালীন সফরের ৩) অতএব তারা ইবাদত কর্ব ক এই গৃহের প্রতিপালকের, ৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

শব্দ সমূহের অর্থঃ

kã:	A_©:
لِإِيلَٰفِ	অর্থাৎ- তাদের আসক্তির কারণে এবং নিরাপদ দেশে থাকার কারণে
إِيلَٰفِهِمۡ	অর্থাৎ- তাদের আগ্রহ ছিল শীতকালীন সফর ইয়ামানের দিকে এবং গ্রীষ্মকালীন সফর শামের দিকে।
فَلۡيَعۡبُدُواْ	অর্থাৎ- তারা যেন একত্ববাদ ঘোষণা করে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে।

সূরার ব্যাখ্যাঃ

অধিকাংশ তাফসীর কারক বলেন: (لإيلاف) শব্দের মধ্যে جار ومجرور জার প্রদানকারী অব্যয়টি তার মাজর্রের সাথে মিলে পূর্ববর্তী সূরা "ফীল" এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ- হস্তী বাহিনীর সাথে যে ব্যবহার আমি করেছি তা ছিল- কুরায়েশদের জন্য, তাদের নিরাপত্তার জন্য, তাদের উপকারের জন্য, ব্যবসা-বানিজ্য উপলক্ষ্যে শীতকালে ইয়ামানের পথে এবং গ্রীষ্মকালে শামের পথে তাদের সফরকে সুশৃংখল ও কন্টকমুক্ত করার জন্য। তাই তাদের সাথে যারা শত্র তা করার ইচ্ছা করেছিল আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করেছেন। আরবেদের অন্তরে মসজিদে হারাম এবং তার অধিবাসী (কুরায়শদের) বিষয়টিকে অতীব মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। তাই আরব জাতি তাদেরকে সম্মান দেখিয়েছে- যে কোন সফরের পথে তাদেরকে বাধা প্রদান করেনি কোন ক্ষতি করে নি। একারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (কুরায়শদেরকে) আদেশ করেছেন এই নেয়া'মতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য। তাদেরকে আদেশ করেছেন একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত

করার জন্য। কেননা তিনিই তাদেরকে জীবিকা দান করেন এবং নিজ দেশে নিরাপত্তা দান করেন।

এ সূরা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১) ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিয়া'মতের শুকরিয়া আদায় করা। শুকরিয়া করলে নেয়া'মত স্থায়ী হয়। আর নাশোকরী করলে নেয়া'মত বিলুপ্ত হয়।

২) আল্লাহ্‌র বড় বড় নেয়া'মত সমূহের অন্যতম হল জীবিকায় প্রশস্থতা দান এবং নিজ দেশে নিরাপদে বসবাস করা।

৩) এক আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদতকে খালেছ ও নির্ভেজাল করা ওয়াজিব। আর তাঁর রূবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ও ছিফাতের মাঝে কোন শরীক নির্ধারণ না করা।

৪) বাইতুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রূবুবিয়্যাতকে এঘরের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যথা তিনি সব কিছুর রব বা প্রতিপালক।

প্রশ্নমালা:

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:

لإيلاف ، إيلافهم ، فليعبدوا

২) সূরাটির ব্যাখ্যা লিখ?

৩) এ সূরা থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তা থেকে তিনটি উল্লেখ কর।

সূরা আল্ ফীল

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) আপনি কি দেখেন নি যে, আপনার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন? ২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেন নি? ৩) তাদের বিরূদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করেছিলেন। ৪) যারা তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫) অত:পর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।

শব্দ সমূহের অর্থঃ

শব্দঃ	অর্থঃ
كَيْدَهُمْ	অর্থাৎ- তাদের ষড়যন্ত্র। কা'বা গৃহ ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা তারা করেছিল।
تَضْلِيْلٍ	অর্থাৎ- তাদের উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যাতে করে তারা কা'বা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।
طَيْراً	পাখি
أبَابِيْلَ	অর্থাৎ- ঝাঁকে ঝাঁকে, যারা বিভিন্ন দিক থেকে আসছিল।
سِجِّيْلٍ	অর্থাৎ- খুব কঠিন মাটি (শিলা)।
عَصْفٍ	অর্থাৎ- খড়-কুটা, যখন চতুস্পদ যন্তু তা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

হস্ড়ী বাহীনির ঘটনাঃ

আবরাহা হাবশী ইয়ামানের রাজধানী ছানআ'য় বিশাল আকারে একটি গীর্জা নির্মাণ করল। উদ্দেশ্য কা'বার বদলে আরবগণ যেন সে ঘরের হজ্জ করে। আরবগণ এটা অপসন্দ করল এবং কুরায়শগণ রাগম্বিত হল। কেনানা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাতের আঁধারে উক্ত গীর্জায় প্রবেশ করে তার সম্মুখভাগে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা লেপন করে পালিয়ে গেল।

আবরাহা এখবর পেয়ে শপথ করল, সে মক্কা গমণ করবে এবং কা'বা গৃহ ধ্বংস করবে। অত:পর বিশাল এক বাহীনি প্রস্তুত করল। 'মাহমূদ' নামের বিশাল আকারের একটি হাতী নিজের জন্য নির্দিষ্ট করল। মক্কা যাওয়ার পথে অনেক গোত্র তার পথ রোধ করার চেষ্টা করে কিন্তু সবাইকে সে পরাজিত করে। আবরাহার সৈন্য মক্কার অনতি দূরে 'মাগমাস' নামক এলাকায় পৌঁছে সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। সে সময় তার বাহীনি মক্কা বাসীর উট, ছাগলের উপর হামলা চালায় এবং অনেকগুলো নিয়ে যায়। তম্মধ্যে (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাদা) আবদুল মুত্তালেবের দু'শ উট ছিল। আবরাহা আদেশ করল মক্কার নেতৃবৃন্দদেরকে তার কাছে হাজির হতে- এ সংবাদ দেয়ার জন্য যে, সে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে নি- এসেছে কা'বা গৃহ ধ্বংস করা জন্য। আবদুল মুত্তালেব তার কাছে এলে আবরাহা তাকে সম্মান করে এবং তার প্রয়োজন জানতে চায়। তখন তিনি বলেন: আমার উট দু'শ ফেরত দিয়ে দিন। আবরাহা বলল: তুমি মাত্র দু'শ উটের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ; অথচ কা'বা গৃহের ব্যাপারে কিছুই বলছ না- যার সাথে তোমার এবং তোমার পিতৃপুর ষের ধর্মের বিষয় জড়িত? আবদুল মুত্তালেব বললেন: আমি তো শুধু উটের মালিক। এ গৃহেরও একজন মালিক আছেন। তিনিই উহা রক্ষা করবেন। আবরাহা তাঁর উট ফিরিয়ে দিল। আবদুল মুত্তালিব ফিরে গিয়ে কুরায়শদেরকে বললেন: তোমরা পাহাড়ের চুঁড়ায় গিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর।

আবরাহা সৈন্য বাহীনি প্রস্তুত করে মক্কার দিকে হাতীগুলো ফেরালো কিন্তু সেগুলো বসে পড়ল। অথচ অন্য দিকে ফেরালে সেদিকে তারা দ্রু ত ছুট দিত। তাদের যখন এই অবস্থা আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন। প্রেরণ করলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। তারা সমুদ্রের দিক থেকে ধেয়ে আসল। প্রত্যেকের সাথে ছিল তিনটি পাথর। দু'টি দু'পায়ে তৃতীয়টি ঠোঁটে। তারা আবরাহার সৈন্য দলের উপর উক্ত পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। যা মাথায় গিয়ে পড়ত তা পিছন দিয়ে বের হয়ে যেত। শরীরের যে কোন স্থানে গিয়ে পড়লে অন্য সাইড দিয়ে তা বের হত। এভাবে অধিকাংশ সেখানেই ধ্বংস হল। অনেকে পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের শরীর থেকে মাংশ খসে খসে পড়তে থাকল। কুরায়শগণ অনেক গনীমত লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরা নাযিল করে কুরায়শদেরকে তাদের প্রতি তাঁর নেয়া'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই তাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছেন এবং তাদের শত্র কে ক্ষতিগ্রস্থ করে পরাজিত করেছেন।

এঘটনা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জম্মের বছর ঘটেছিল। তাই বলা হয়, এটা হল তাঁর নবুওতের ভূমিকা ও মু'জেযার একটি দৃষ্টান্ত ।

সূরার ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন: আপনি কি আল্লাহ্র ক্ষমতা ও মহত্ম দেখেন নি? বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমত ও কৃপা লক্ষ্য করে নি? তিনি কিরূপ আচরণ করেছেন হস্তী বাহীনির সাথে- যারা এসেছিল কা'বা গৃহ ধ্বংস করার জন্য? তিনি তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করেছেন। তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তারা কোন কল্যাণই অর্জন করতে পারে নি।

এ সূরা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাঃ

১) আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় গৃহ কা'বা শরীফের হেফাযত।
২) আল্লাহ্র সৈনিকের সংখ্যা কত তা কেউ জানে না। তাদেরকে পরাজিত করার কোন শক্তি নেই।
৩) আল্লাহ্র ক্ষমতা সকল মানুষের ক্ষমতার উর্ধে। আল্লাহ্ কোন কিছুর ইচ্ছা করলে বলেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।
৪) পশু-পাখি আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ। তিনি যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন তারা তাই করে।

প্রশ্নমালাঃ

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:

كيدهم ، أبابيل ، سجل ، عصف

২) হস্তী বাহীনির কাহিনী সংক্ষপে লিখ।
৩) সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থ লিখ।
৪) সূরা ফীল্ থেকে প্রাপ্ত তিনিটি শিক্ষা লিখ।

সূরা আল হুমাযাহ্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ
أَخْلَدَهُۥ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾
نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ
﴿٨﴾ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ﴿٩﴾

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; ২) যে অর্থ জমায় ও তা গণে গণে রাখে; ৩) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; ৪) কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; ৫) হুতামা কী, তুমি কি তা জান? ৬) এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জলিত অগ্নি, ৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; ৮) নিশ্চয় তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে. ৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

শব্দ সমূহের অর্থঃ

শব্দঃ	অর্থঃ
هُمَزَةٌ	অর্থাৎ- যে মানুষকে দোষারোপ করে এবং ইশারা-ইঙ্গিত ও কাজের দ্বারা নিন্দা করে।
لُمَزَةٌ	অর্থাৎ- যে মানুষকে দোষারোপ করে এবং কথার দ্বারা মানুষের নিন্দা করে।
عَدَّدَهُ	অর্থাৎ- উহার সংখ্যা গণনা করে রাখে।
يَحْسَبُ	অর্থাৎ- ধারণা করে।
أَخْلَدَهُ	অর্থাৎ- এ দুনিয়ায় তাকে চিরস্থায়ীত্ব দান করবে।
كَلَّا	অর্থাৎ- যেমন সে ধারণা করেছে ব্যাপারটি তেমন নয়।
لَيُنۢبَذَنَّ	অর্থাৎ- নিশ্চয় সে নিক্ষিপ্ত হবে।

الْحُطَمَةُ	জাহান্নাম সমূহের একটির নাম হল হুতামা। এভাবে নাম করণের কারণ হল, সে তার ভিতরের সব কিছুকে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলবে।
تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ	অর্থাৎ- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রজ্জলিত হয়ে তা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে তারপর তাকেও জ্বালিয়ে দিবে। (অথচ তার মৃত্যু হবে না।)
مُؤْصَدَةٌ	অর্থাৎ- বেষ্টন করে দেয়া হবে, বন্ধ করা হবে।
فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ	অর্থাৎ- তাদেরকে আগুনের খুঁটি দিয়ে দরজা বন্ধ করা হবে যে খুঁটিগুলো দরজার পিছন পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

সূরার ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে যে স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের নিন্দা করে। আর যে লোকের স্বভাব হল মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এ লোকের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল সম্পদ সঞ্চয় করা, গচ্ছিত করা, গুণে গুণে রাখা, কল্যাণের পথে খরচ না করা। সে মূর্খতা বশত: ধারণা করে যে এই সম্পদ তাকে দুনিয়ায় চিরজীবন দান করবে। এই কারণে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় হয় সম্পদ পুঞ্জিভূত করতে, তা বৃদ্ধি করতে এবং আঁকড়ে ধরে থাকতে ও খরচ না করতে। সে জানে না যে কৃপণতা বয়সের পরিধী কমিয়ে দেয় এবং পৃথিবীকে ধ্বংস করে। আর সৎকাজ বয়স বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ভূল বিশ্বাসের প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেছেন, অচিরেই সে এমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে যে আগুন তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আগুনের ভয়াবহতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, (وَقُوْدهَا النَّاسُ والْحِجَارَةُ) "তার ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর।" (সূরা বাক্বারা- ২৪) যার প্রখরতা ও প্রচন্ডতা হল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জালিয়ে হৃদয় পর্যন্ত গ্রাস করা এবং তাকেও জ্বালিয়ে দেয়া; অথচ তারা জীবিতই থাকে। কেননা জাহান্নামে কারো মৃত্যু নেই। জাহান্নামের মধ্যে আগুনের এই প্রচন্ডতার পরও তারা থাকবে বন্দি অবস্থায়- সেখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তারা নিরাশ হবে। আগুনের খুঁটি দিয়ে তাদের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে যা দরজার পিছন পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

এ সূরা থেকে শিক্ষাঃ

১) যে ব্যক্তি মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তাদের নিন্দা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বর্ণনা।
২) মানুষকে হেয় করা কখনো কথা দ্বারা হয়, কখনো কাজ দ্বারা হয়, কখনো চোখ বা হাতের ইশারার মাধ্যমে হয়।
৩) ধন-সম্পদ আঁকড়ে থাকার জিনিস নয়; বরং আঁকড়ে থাকার বিষয় হল তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি।
৪) জাহান্নামের অনেক নাম আছে এবং তার বর্ণনা অত্যন্ত ভীতিকর।

৫) জাহান্নামবাসীদের শাস্তির কঠোরতা এবং বিভিন্ন প্রকারের আযাবের প্রচন্ডতা যার তারা সম্মুখিন হবে।

প্রশ্নমালাঃ

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:

همزة ، عدده ، لينبذن ، الحطمة ، مؤصدة

২) সূরা হুমাযার ব্যাখ্যামূলক অর্থ লিখ।

৩) সূরা হুমাযাহ্ থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তম্মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর।

সূরা আল্ আছর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

সরল বাঙ্গানুবাদঃ

১) সময়ের শপথ, ২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ; ৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় ছবরের।

শব্দ সমূহের অর্থঃ

শব্দঃ	অর্থঃ
العصر	অর্থাৎ- সময় বা যুগ।
خسر	অর্থাৎ- ক্ষতি ও ধ্বংস।
وَ تَوَاصَوْا	এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয়।

সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থঃ

আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করছেন সময়ের, উহা হল রাত ও দিন- সে সময় মানুষ কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সময়ের শপথ করে বলেন, সমস্ত মানুষ ধ্বংস ও ক্ষতি গ্রস্থতায় নিমজ্জিত। ক্ষতির কয়েকটি স্তর রয়েছে: কখনো ক্ষতি ব্যাপকভাবে হয়। যেমন দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি। কখনো ক্ষতি কোন কোন ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে নয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য ক্ষতির কথাটি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে চারটি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণ উক্ত ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে:

ক) আল্লাহ্ যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন তার উপর অন্তর থেকে ঈমান আনা।

খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সৎ আমল করা। ইহা সবধরণের ভাল আমলকে শামিল করে তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয়।

গ) সত্যের ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেয়া। আর সত্য হল, ঈমান এবং সৎ আমল। অর্থাৎ- একে অপরকে ঈমান এবং সৎ আমলের নছীহত করবে, সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

ঘ) পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়া। সবর হবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ক্ষেত্রে, তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বালা-মুছিবতের উপর এবং ছবর হবে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের কষ্টের উপর।

প্রথম দু'টি কাজের মাধ্যমে বান্দা নিজেকে পরিপূর্ণ করবে। আর শেষের দু'টি কাজের মাধ্যমে অন্যকে পরিপূর্ণ করবে। আর চারটি বিষয় পূর্ণতা লাভ করলে বান্দা ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মহান পূরস্কারে ভূষিত হবে।

সূরা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাঃ

১) আল্লাহ্‌ স্বীয় মাখলুকের যে কোন কিছুকে নিয়ে শপথ করতে পারেন; কিন্তু বান্দার জন্য খালেক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়।

২) আল্লাহ্‌ বিভিন্ন মাখলুকের নামে কসম করেন তার বিরাটত্ব বর্ণনা করা। যেমন 'আছর' বা সময় হল মানুষের জন্য অতি মূল্যবান বস্তু। যখন এই সময় শেষ হয়ে যাবে তখন সে আখেরাতের পথে ইক্তে কাল হয়ে যাবে।

৩) যে ব্যক্তি সূরায় উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত হবে সেই হবে সফলকাম; অন্যথা হবে ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস।

৪) ঈমান, সৎআমল এবং পরস্পরকে সত্য ও ছবরের উপদেশ প্রদানের গুরু ত্ব বর্ণনা।

৫) অক্ত রের ঈমানের আবশ্যকতা হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা। ঈমান ও আমল একটি অপরটি থেকে আলাদ নয়। এটাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাহ্‌-বিশ্বাস। আর মুরজিয়াদের মতে ঈমানের জন্য যথেষ্ট হল অক্ত র; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাক্ত বায়ন না করলেও ঈমানে ত্র টি হবে না।

সূরাটির গুরু ত্ব সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র:) বলেন: 'সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি এ সূরাটি ছাড়া অন্য কোন সূরা নাযিল নাও করতেন তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।'

প্রশ্নমালাঃ

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:

العصر ، خسر

২) সূরা আছরের ব্যাখ্যা মূলক অর্থ লিখ?

৩) সূরা আছরের তিনটি শিক্ষা লিখ?

৪) আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে শপথের বিধান কি?

৫) সূরা আছরের গুরু ত্বের ব্যাপারে সালাফ থেকে কোন বিদ্যানের একটি কথা উল্লেখ কর।

সূরা আত্ তাকাছুর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ
ٱلْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
﴿٨﴾

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, ২) এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। ৩) এটা কখনো উচিত নয়; তোমরা সত্বরই ইহা জেনে নেবে, ৪) অত:পর এটা কখনো উচিত নয়। তোমরা সত্বরই ইহা জানতে পারেব। ৫) কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। ৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭) অত:পর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়া'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

শব্দ সমূহের অর্থঃ

শব্দঃ	অর্থঃ
ألهاكم	অর্থাৎ- তোমাদেরকে ব্যস্ত রাখে, গাফেল রাখে, মোহাচ্ছন্ন রাখে।
تكاثر	প্রাচুর্যের লালচ; সম্পদ, সন্তান, সম্মান সব কিছু এর মধ্যে শামিল।
مقابر	অর্থাৎ- কবরস্থান
جحيم	জাহান্নাম

সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ধিক্কার দিচ্ছেন একারণে যে, তাদেরকে যে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে এবং সব কিছুর উপর আল্লাহ্র ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার চাইতে প্রাচুর্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখানে প্রাচুর্যের

প্রতিযোগিতাকারীদের কথা উল্লেখ করা হয় নি- যাতে করে এর মধ্যে সম্পদ, সন্তান, চাকর-বাকর এবং সম্মানের প্রাচুর্য্য নিয়ে প্রতিযোগিতা শামিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(يَهْرَمُ أَبْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مَعَهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ وَالأَمَلُ)

অর্থ: "আদম সন্তান অতিবার্ধ্যক্যে পৌঁছে যাবে কিন্তু দু'টি জিনিস তার সাথে রয়েইে যাবে। লালচ এবং আশা।" (বুখারী ও মুসলিম) তারপরও তোমরা গাফলতী ও মোহের মধ্যে ডুবে রয়েছো, শেষ পর্যন্ত যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা উম্মোচিত হবে। কিন্তু সে সময় ফিরে তাকানের আর সময় থাকবে না।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধমকের পর ধমক দিয়ে বলেন, তারা যদি জানত এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারত যে, তাদের সামনে কি অপেক্ষা করছে, তাহলে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা সৎ আমল এবং আখেরাতের কল্যাণ অনুসন্ধান থেকে তাদেরকে গাফেল রাখত না। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের পরিণতি তাই হবে যা তারা অচিরেই দেখতে পাবে।

অত:পর উক্ত ধমকের ব্যাখ্যা করে বলা হয়, তারা অচিরেই ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা, জাহান্নাম এবং তার বিভীষিকা স্বচোখে দেখবে। সে দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত নেয়া'মত সম্পর্কে যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে প্রদান করেছিলেন। তোমরা কি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো, তাতে আল্লাহ্র হক্ব আদায় করেছো? এবং তা দিয়ে আল্লাহ্র নাফারমানীতে লিপ্ত হও নি? তাহলে আজ তিনি তোমাদের উক্ত নেয়া'মতের চাইতে উচ্চ ও উত্তম নেয়া'মত দ্বারা পূরস্কৃত করবেন। নাকি উক্ত নেয়া'মত পেয়ে তোমরা ধোকায় পতিত হয়েছো? নেয়া'মতের শুকরিয়া আদায় না করে আল্লাহ্র নাফারমানীতে লিপ্ত হয়েছো? তাহলে আজ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার শাস্তি দিবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ: "নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা রাতে বা দিনে রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বাড়ী হতে বের হলেন। পথিমধ্যে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাত পেয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন-এই অসময়ে কিসে তোমাদেরকে বাড়ীর বের করেছে? তাঁরা বললেনঃ ক্ষুধার তাড়না হে আল্লাহ্র রাসুল! তিনি বললেনঃ "শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ- আমাকেও সেই জিনিস বাড়ী থেকে বের করেছে যা তোমাদের বেলায় হয়েছে। তোমরা চল আমার সাথে।" তাঁরা তাঁর সাথে চলতে থকলেন এবং অবশেষে জনৈক আনসারী ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু আনসারী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে লক্ষ্য করে বললেন, মারহাবা-স্বাগতম। রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ সে কোথায়? মহিলা উত্তর দিলঃ আমাদের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে আনসারী ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও

দুই সাহাবীকে দেখে বললেন, আলহমদুলিল্লাহ্ আমার খোশ নসীব, আজ আমার বাড়ীতে অতি সম্মানী এক দল মেহমানের সমাগম ঘটেছে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন এবং রূতাব (তাজা খেজুর) ও বুসুর (কাঁচা খেজুর যা রং ধরেছে কিন্তু এখনো ভালো ভবে পাকে নাই) বিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে এলেন। বললেন আপনারা এ থেকে খেতে থাকুন। অতঃপর তিনি ছুরি হাতে নিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেনঃ সবধান! দুধাল বকরী যবেহ্ করবে না। অতঃপর তিনি একটি ছাগল যবেহ করলেন। তাঁরা সেই খেজুরের ডাল থেকে খেজুর খেলেন, ছাগলের গোস্ত খেলেন এবং পানি পান করলেন। অতঃপর তাঁরা যখন পরিতৃপ্ত হলেন- তখন রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ- 'তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই এই নেয়া'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' ক্ষুধার তাড়না তোমাদের ঘর থেকে বের করেছে। অতঃপর এই নেয়া'মত অর্জন করেই তোমরা ঘরে ফিরছ।" (সহীহ মুসলিম -১৩০৬) এই কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

(نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)

অর্থ: "দু'টি নেয়া'মত এমন, যার মধ্যে অনেক মানুষ ধোকায় পড়ে থাকে: ১) সুস্বাস্থ ২) অবসর।" (বুখারী, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্) অর্থাৎ- মানুষ এদু'টির শুকরিয়া সঠিকভাবে আদায় করে না। তার আবশ্যিক হক্ব আদায় করে না।

এ সূরা থেকে শিক্ষা:

১. জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র ইবাদত, দুনিয়ার সম্পদ অর্জন নয়।

২. প্রাচুর্যের লালসার নিন্দাবাদ। যা দ্বারা উদ্দেশ্য হল একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা, যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোনই উদ্দেশ্য থাকে না।

৩. কবর একটি গৃহ। সেখানে অবস্থানের সময় হল মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত। যা হল আখেরাতের দরজা। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে যিয়ারতকারী বলেছেন (حتى زرتم المقابر) কবরে সর্বদা বসবাসকারী বলেন নি।

৪. পূণর্ত্থান সত্য। আর কর্মের প্রতিদানও সত্য। তা হবে সেই জগতে যার কোন ক্ষয় নেই লয় নেই।

৫. দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহ্র কাছে যা জমা থাকবে তা হল সৎ ও কল্যাণ কাজ।

৬. আল্লাহ্র নেয়া'মতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তার নাশোকরী ও অস্বীকার করা হারাম।

প্রশ্নমালাঃ

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ: ألهاكم ، تكاثر ، مقابر

২) সূরা তাকাছুরের ব্যাখ্যা মূলক অর্থ সংক্ষেপে লিখ?

৩) থেকে শিক্ষনীয় তিনটি বিষয় লিখ?

---------- সমাপ্ত ----------